কালের কণ্ঠ
তারিখ ২৬ MAY 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

‘আমাদের বিবেক জাগাতেই নজরুলের জন্ম’

টক শো

ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো এ কবির জন্মই হয়েছিল হয়তো আমাদের বিবেক ও চেতনাকে নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তিনি একাধারে বিদ্রোহের কবি, সাম্যের কবি, উত্তরণের কবি, মানুষ ও মনুষ্যত্বের কবি, চেতনার কবি। তিনি জাগরণের কবি। তিনি অসহায়-নিপীড়িত মানুষের কবি। আবার তিনি একজন প্রেমিক হৃদয়ের কবিও বটে

আফসান চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক ►

‘জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল। কবিতা হোক বা গান, তিনি লিখতেন সহজ-সরল ভাষায়।’ এমন মন্তব্য করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সাংবাদিক আফসান চৌধুরী। তিনি বলেন, “রোজার শেষে ঈদ এলো, আর সেই ঈদের আনন্দ সবার। কবির ‘রমজানের ওই রোজার শেষে’ লেখা পড়ে বিষয়টি বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। নজরুল ছিলেন সংগীতজ্ঞ, দার্শনিক। তিনি বাংলা কাব্যে অগ্রগামী ভূমিকার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম সাহিত্যিক, দেশপ্রেমী ও বাংলাদেশের জাতীয় কবি।” মঙ্গলবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আইয়ের সংবাদ পর্যালোচনাভিত্তিক টক শো আজকের সংবাদপত্রে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

সাংবাদিক তাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আফসান চৌধুরী সমসাময়িক বিষয় ও সাম্প্রতিক সব ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক বলেন, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ দুই বাংলায়ই বাংলাদেশের জাতীয় কবির কবিতা ও গান সমানভাবে সমাদৃত। তাঁর কবিতার মূল বিষয়বস্তু মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার ও দাসত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। তাঁর গান ও কবিতায় এ মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। অগ্নিবীণা হাতে তাঁর প্রবেশ, ধূমকেতুর মতো ছিল তাঁর প্রকাশ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে আফসান চৌধুরী বলেন, “কবি নিজেও একটি পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ‘মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই, যেন গোরে থেকে মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।’ কবির ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে মসজিদের পাশেই কবর দেওয়া হয়েছে। আমি বিমোহিত হয়েছিলাম তাঁর এমন এক অদ্ভুত ইচ্ছার কথা জেনে। গানে ও সুরে কবি কী অসাধারণভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর হৃদয়ের সুপ্ত ইচ্ছা, যা শুনলে প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে ছোঁয়া লাগে। তাঁর কবিতা যত পড়ি, তাঁর গান যত শুনি মুগ্ধ হই। অন্তর দিয়ে অনুভব করি অনুভূতিগুলোকে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি কবিকে। বাঙালি, বাংলাদেশ ও পৃথিবীর সবখানে ছড়িয়ে থাকা বাংলাভাষীদের জন্য এবং সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের জন্য নজরুল এক অবিস্মরণীয় অমর নাম।”

আফসান চৌধুরী আরো বলেন, “স্কুলের পাঠ্য বইয়ে ‘ঝিঙেফুল’ বা ‘লিচুচোর’ অথবা ‘খুকী ও কাঠবিড়ালী’ কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে বারবার আমাদের পরিচয় ঘটে কবি নজরুলের সঙ্গে। তাঁর আত্মজীবনীতে বোঝা যায় তিনি অদম্য সাহসী, অকুতোভয়, হার না মানা একজন মানুষ ছিলেন। আর তাই তাঁকে বিদ্রোহী কবি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।”

এ পর্যায়ে সঞ্চালক বলেন, বিদ্রোহী কবি হিসেবে নজরুলের একটি বড় পরিচয় রয়েছে। সেই পরিচয়ে আমরা গর্বিত। কিন্তু কবির জীবনী নিয়ে এখনো সেভাবে কোনো গবেষণা আমরা দেখছি না। নজরুল ইনস্টিটিউট রয়েছে; কিন্তু তাদের কার্যক্রম সেভাবে আমরা কি দেখতে পাই?

জবাবে আফসান চৌধুরী বলেন, ‘ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো এ কবির জন্মই হয়েছিল হয়তো আমাদের বিবেক ও চেতনা নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তিনি একাধারে বিদ্রোহের কবি, সাম্যের কবি, উত্তরণের কবি, মানুষ ও মনুষ্যত্বের কবি, চেতনার কবি। তিনি জাগরণের কবি। তিনি অসহায়-নিপীড়িত মানুষের কবি। আবার তিনি একজন প্রেমিক হৃদয়ের কবিও বটে। নিগৃহীতের জন্য কেঁদেছে তাঁর মন, একহাতে তুলেছিলেন বাঁশের বাঁশরী, আরেক হাতে রণ-তুর্য। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই অমর কবির উপমা দেওয়ার মতো শব্দাবলি বড় দুর্লভ। কবি বেঁচেছিলেন বেশ অনেকটা বয়স পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর সৃজনশীল কর্মকাণ্ড থেমে গিয়েছিল শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কাছে। তিনি বেঁচেছিলেন জীবন্মৃতের মতো। পেছনে ফেলে রাখা সব সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড সঙ্গে নিয়ে কবি কাটিয়েছেন বেশ অনেকটা সময়। তিনি বাঙালিদের দেখিয়েছেন কবিতায়ও জীবন আছে।’